দৈনিক ইনকিলাব C14

তারিখ 05 FEB 1988
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষাঙ্গন

প্রাথমিক শিক্ষা

আমাদের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হচ্ছে নিরক্ষরতার অভিশাপ। আধুনিক বিশ্বের অন্যান্য দেশ যখন জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিস্ময়কর উন্নতি সাধন করে চলছে আমরা তখনো শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক পশ্চাতে পড়ে রয়েছি। আমাদের দেশে সরকারী হিসাব মতে শতকরা মাত্র বাইশ জন লোক শিক্ষিত। এসব শিক্ষিত লোকের মধ্যে যারা শুধু নিজের নামটি কোনো রকমে লিখতে পারে, তাদেরও ধরা হয়েছে। এতেই বোঝা যায় আমাদের দেশে শিক্ষার অবস্থা কত শোচনীয়। এর কারণ হচ্ছে, নিরক্ষরতার সমস্যাকে সমাধানের জন্য আমরা তেমন কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করিনি। বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থার পাঁচ বছর মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। এ শিক্ষা ব্যবস্থাতে ছাত্রদের কোন বেতন দিতে হয় না। তাছাড়া, বেশ কয়েক বছর যাবত প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণীর বই ছাত্রদের জন্য বিনামূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু আজও আমাদের দেশের ছেলে-মেয়েদের সংখ্যা অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষা আশানুরূপ হয়নি।

প্রাথমিক শিক্ষাকে ফলপ্রসূ করতে হলে ছেলেমেয়েদের স্কুলত্যাগ, দারিদ্র্যতা এবং নানা অসুবিধার কারণসমূহকে সুচিন্তিত পরিকল্পনার মাধ্যমে সমাধান করা দরকার। প্রথমতঃ, ফলপ্রসূ প্রচারের মাধ্যমে নিরক্ষর পিতামাতাকে ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে। দ্বিতীয়তঃ, দরিদ্র পরিবারের শিশুদের জন্যে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক, কলম, খাতা ইত্যাদি সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তৃতীয়তঃ, বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে দিনে উৎপাদনমূলক কাজে নিয়োজিত ছেলে-মেয়েদের জন্য নৈশ স্কুলের ব্যবস্থা করতে হবে।

সর্বোপরি প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে। জনশিক্ষার বুনিয়াদ প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের জন্যে দেশের প্রতিটি শিক্ষিত ব্যক্তিকেও সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

—মোঃ শাহ্ আলম